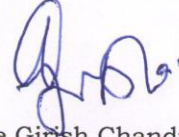


Dated: 27. 11. 2016

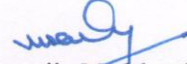
Enclosed is the news clipping appeared in the 'Ananda Bazar Patrika,' a Bengali daily dated 27.11.2016, the news item is captioned 'লাগামহীন দাঙ্গারিতেই হোম যেন নরক।'

The Secretary, Department of Women and Social Welfare, West Bengal is directed to file a report by 10<sup>th</sup> January, 2018.

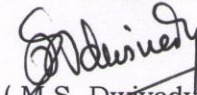


(Justice Girish Chandra Gupta)

Chairperson



(Naparajit Mukherjee )  
Member



( M.S. Dwivedy )  
Member

# লাগামহীন দাদাগিরিতেই হোম যেন নরক

দীক্ষা ভূইয়া

অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়া নাবালকদের আশ্রয়স্থল এটি। জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট মেনে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড নাবালকদের অপরাধের মাত্রা বিচার করে এই হোমে পাঠায় সংশোধনের জন্য। কিন্তু সম্প্রতি আড়িয়াদহে উপস্থিত এ রাজ্যের সব থেকে বড় জিসিএল হোম ধ্রুবশ্রমে গোলমাল-মারপিট, জিনিসপত্র ভাঙচুর করে ২৫ জন আবাসিকের পালানোর পিছনে উঠে এসেছে সেখানে চলা জঙ্গলরাজের ছবি।

অভিযোগ উঠেছে, সংশোধনের মতো পরিবেশ না থাকার কারণেই আবাসিকেরা বারবার পালিয়ে যায় এবং বিদ্রোহ শুরু করে এই হোমে। আর তার পিছনে শুধু কর্তৃপক্ষের অত্যাচার নয়, রয়েছে হোমের কয়েক জন আবাসিকের 'দাদাগিরি'ও।

অভিযোগ, এর ফলে এই হোমে কেউ এক বার এলে সংশোধন নয়, বরং বেশির ভাগই দাগি অপরাধী হয়ে বেড়ায়। আর প্রতিকার হিসেবে দফতরের একাংশের দাবি, সুপার বা অ্যাসিট্যান্ট সুপারকে বদলি করে কোনও সমাধান হবে না। জঙ্গলরাজ সাফাইয়ের জন্য দরকার সেখানকার গ্রুপ-ডি থেকে শুরু করে রাথুনিকেও বদলি করা। না হলে ধ্রুবশ্রমে এমনটা চলতেই থাকবে বলে অভিযোগ দফতরের একাংশের। যদিও ডিরেক্টরেট অধিকর্তাকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। উত্তর দেননি এসএমএস-এরও। আর রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন, পুরো অভিযোগের তদন্ত করে একটি রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। তার আগে কিছু বলা সম্ভব নয়।

রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজ

কল্যাণ দফতরের অধীন হলেও হোম সংক্রান্ত দেখভাল ও নজরদারি দায়িত্ব দফতরের ডিরেক্টরেটের উপরে। কিন্তু অভিযোগ, হোমের ভিতরে কী কী ঘটছে, তা ডিরেক্টরেটের অধিকর্তা বা সচিবের কাছে পৌঁছয় না। অথচ সকলেই জানেন, "ধ্রুবশ্রমে হোমের নামে জঙ্গলের রাজত্ব চলেছে।" কারণ খাতায়-কলমে সুপার, অ্যাসিট্যান্ট সুপার থাকলেও রাজ্য তাদের হোমে দেখা মেলে না। এলেও হোম পরিচালনা নিয়ে কোনও মাথা ঘামান না তারা। বরং এই হোম চলে আবাসিক দুই ভাইয়ের অস্থূলি-হেলনে। যার পিছনে রয়েছে হোমের এক রাথুনির হাত, যিনি এক সময়ে এই হোমের আবাসিক ছিলেন। ফলে দুই ভাই নজরদারিতে থাকার নির্দেশে হোমে আশ্রয় পেলে তারা আরাম ভোগ করে বাড়ির মতো। অনেক সময়েও বাইরে রাত কাটিয়ে সকালে হোমে ফিরে

কোনও দিন কর্তৃপক্ষ কোনও বারণ করেননি, পদক্ষেপও করেননি। সেখানেও হাত রাথুনির।

অভিযোগের খতিয়ান এখানেই শেষ নয়। কোনও বাবা-মা ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে এলে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে এই দুই ভাই, যারা নিজেরাও জুভেনাইল আইনে অভিযুক্ত। অথচ আবাসিকের বাবা-মা ছেলেদের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ পান বোর্ড থেকে। কিন্তু সেই নির্দেশ এনেও তারা ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। আগে এই দুই আবাসিক ভাইকে টাকা না দিলে ছেলের দেখা মেলে না বলে অভিযোগ খোদ অভিভাবকদের।

কিন্তু এমনটা চলে কী করে? দফতরের একাংশ জানাচ্ছে, সংশোধনের জন্য রয়েছে বেশ কিছু পদ্ধতি ও প্রকল্প। কিন্তু তার কোনওটাই এ হোমে নেই। এই হোমে যারা আসে, তাদের বেশির ভাগই নাবালক অবস্থায়

অপরাধ করে ফেলে। ফলে একটি জেলে থাকা বন্দি আবাসিকদের আর হোমের আবাসিকদের সংশোধনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু এখানে খাওয়া আর আশ্রয় ছাড়া আর কোনও কিছুই পরিষেবা মেলে না। পড়াশোনা, খেলাধুলো কিংবা কাউন্সেলিংয়ের কোনও কোনও ব্যবস্থাই বাস্তবে নেই। ফলে অনেকেরই মতে, অভিভাবক ছাড়া লাগকামহীন জীবনে টুকে পড়ার আদর্শ জায়গা ধ্রুবশ্রম। তার একাধিক প্রমাণও রয়েছে। যারা নাবালক হয়ে আসার পরে যখন ছাড়া পেয়েছে, তাদের কোনও সংশোধন গো হয়নি। ফের অপরাধে যুক্ত হয়ে জেলের ভিতরে ঢুকতে হয়েছে।

দফতরের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, শুধু সুপার এবং অ্যাসিট্যান্ট সুপার নন, ধ্রুবশ্রমে বদলি আনতে প্রয়োজন সেখানকার আমূল পরিবর্তন। না হলে এই হোম দাগি অপরাধী তৈরির কারখানায় পরিণত হবে।